[redacted] [redacted]-[redacted]

[redacted]

[redacted]

ব্যবসায়ীদের টিকে থাকা আরও কঠিন হবে।”

ব্যবসায়ী রুস্তম আলী বলেন, “বাজারে প্রায় সব পণ্যের আমদানি মোটামুটি ভালো। তবে বাইরে থেকে যেসব সবজি আসে, সেগুলোর দাম একটু বেশি। বিশেষ করে টমেটোর দাম অনেক চড়া। বেশি দামে কিনে আনতে হওয়ায় কম দামে বিক্রি করাও সম্ভব হচ্ছে না। দাম বেশি থাকায় ক্রেতারাও প্রয়োজনের তুলনায় কম কিনছেন।”

সবজি ক্রেতা আনোয়ার হোসেন বলেন, “প্রতিদিনই পরিবারের জন্য সবজি কিনতে হয়। কিন্তু কিছু সবজির দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে টমেটোসহ বাইরে থেকে আসা সবজির দাম অনেক বেশি। বাজারে কোন পণ্যের দাম কেন বাড়ছে, তা তদারকি করা দরকার। প্রশাসনের নিয়মিত নজরদারি থাকলে অস্বাভাবিক দাম নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করি।”

সবজির পাশাপাশি মাছ কিনতেও ক্রেতাদের বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে। খুচরা বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩৫০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২৮০ টাকা, তেলাপিয়া ১৯০ টাকা, পাঙ্গাস ১৯০ টাকা, বড় গ্লাসকার্প ৪০০ টাকা, বড় কাতলা ৪৫০ টাকা, দেশি চিংড়ি ১ হাজার টাকা, জিউল ৩২০ টাকা, কই ২০০ টাকা ও বাটা মাছ ১৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩২০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২৫০ টাকা, তেলাপিয়া ১৭০ টাকা, পাঙ্গাস ১৬৬ টাকা, বড় গ্লাসকার্প ৩৬০ টাকা, বড় কাতলা ৪০০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৯০০ টাকা, জিউল ২৯০ টাকা, কই ১৭৫ টাকা ও বাটা মাছ ১৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী শ্রী পান কৃষ্ণ হালদার বলেন, “মেহেরপুর বাজারে পাইকারি ব্যবসায়ীদের আড়তের সামনেই মাছ খুচরা বিক্রি করা হচ্ছে। এতে আলাদা দোকান নিয়ে ব্যবসা করা খুচরা ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় সমস্যায় পড়ছেন। আড়তের সামনে পাইকারি ব্যবসার পাশাপাশি খুচরা বিক্রি চলতে থাকলে আমাদের মতো ব্যবসায়ীদের বেচাকেনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাজারে ব্যবসার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।”

মাছ ব্যবসায়ী বকুল হালদার বলেন, “মাছের দাম দিন দিন বাড়ছে। গত সপ্তাহের মতোই দাম রয়েছে, কিন্তু খুচরা ব্যবসায়ী হিসেবে আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী বেচাকেনা করতে পারছি না। বেশি দামে মাছ কিনে এনে বিক্রি করতে হচ্ছে। অথচ দাম শুনে অনেক ক্রেতা প্রয়োজনের তুলনায় কম মাছ কিনছেন। এভাবে ব্যবসা চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে।”

মাছ ক্রেতা ফয়সাল মাহমুদ বলেন, “প্রতিদিনই আমাদের মাছের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মাছের দাম দিন দিন বাড়ছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে মাছের আমদানি কম থাকায় দাম বেশি। কিন্তু বাড়তি দামের চাপ শেষ পর্যন্ত আমাদের মতো সাধারণ ক্রেতাদেরই বহন করতে হচ্ছে। মাছের সরবরাহ ও দাম নিয়মিত তদারকি করে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।”

মুরগির বাজারে প্রতি কেজি ব্রয়লার ১৯০ টাকা, সোনালি ৩০০ টাকা, লেয়ার ৩৮০ টাকা এবং দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। হাঁসের মধ্যে চিনিহাঁস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মুরগির ক্রেতা আসলাম হোসেন বলেন, “আমার বাড়ি আমঝুপিতে। সেখানে ব্রয়লার, লেয়ার ও সোনালি মুরগি মেহেরপুর শহরের বাজারের তুলনায় কেজিতে প্রায় ১৫ টাকা কম দামে পাওয়া যায়। একই এলাকার মধ্যে দামের এমন পার্থক্য কেন, তা খতিয়ে দেখা দরকার। বাজারে দাম যাচাই ও তদারকি বাড়ানো হলে ক্রেতারা উপকৃত হবেন।”

এদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লাল স্বর্ণা চাল ৫০ টাকা, আটা ৫০ টাকা, মসুর ডাল ১২০ টাকা, কলাই ডাল ২০০ টাকা, মটর ডাল ৬০ টাকা, ছোলা ডাল ১১০ টাকা এবং চিনি ১১৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে মেহেরপুরের বাজারে সবজি ও মাছের চড়া দামে স্বস্তি নেই ক্রেতাদের। বাইরে থেকে আসা সবজির বাড়তি দাম, মাছের বাজারে খুচরা ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে অভিযোগ এবং বেচাকেনা কমে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের হতাশা বাজার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা এবং অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা।

মেহেরপুরে চড়া দাম সবজি ও মাছের, টমেটো ২৫০ টাকা

মেহেরপুরের বাজারে টমেটোর কেজি ২৫০ টাকা। সরবরাহ কম থাকায় টমেটোর পাশাপাশি কয়েকটি সবজির দামও চড়া। মাছের বাজারেও স্বস্তি নেই। সরবরাহ সংকটে বাড়তি দামে মাছ কিনতে হচ্ছে ক্রেতাদের। এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে গিয়ে চাপে পড়ছেন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, সবজি, মাছ, মাংস, চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে মিশ্র পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অধিকাংশ সবজির দাম তুলনামূলক বেশি। বিশেষ করে টমেটো, গাজর, আদা, শিম ও ফুলকপির চড়া দাম ক্রেতাদের বাড়তি চাপে ফেলেছে। তবে কিছু সবজির দাম রয়েছে তুলনামূলক কম।

বাজারে খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫০ টাকা, রসুন ১০০ টাকা, কচু ৪০ টাকা, টমেটো ২৫০ টাকা, কাঁচামরিচ ৯০ টাকা, বেগুন ৮০ টাকা, আদা ১৬০ টাকা, শসা ৫০ টাকা, কলা ৫০ টাকা, আলু ২৫ টাকা, লাউ ৪০ টাকা, পেঁপে ২০ টাকা, বরবটি ৫০ টাকা, গাজর ১৫০ টাকা, ওল ৫০ টাকা, লালশাক ৪০ টাকা, পটল ৪৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৪০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৬০ টাকা, ঝিঙে ৫০ টাকা, করলা ৫০ টাকা, কাঁকরোল ৫০ টাকা, পুঁইশাক ২৫ টাকা, শিম ১২০ টাকা, ফুলকপি ১২০ টাকা, মুলা ৩০ টাকা ও বিটরুট ১৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪০ টাকা, রসুন ৮৫ টাকা, কচু ৩০ টাকা, কাঁচামরিচ ৭৫ টাকা, বেগুন ৬৫ টাকা, আদা ১৪০ টাকা, শসা ৪০ টাকা, কলা ৩৮ টাকা, আলু ১৯ টাকা, লাউ ২৫ টাকা, পেঁপে ১০ থেকে ১২ টাকা, বরবটি ৪০ টাকা, গাজর ১২৫ টাকা, ওল ৩৮ টাকা, লালশাক ৩০ টাকা, পটল ৩৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৩২ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৪৫ টাকা, ঝিঙে ৪০ টাকা, করলা ৪০ টাকা, কাঁকরোল ৪০ টাকা, পুঁইশাক ১৬ টাকা, শিম ৯০ টাকা, ফুলকপি ৯০ টাকা, মুলা ২০ টাকা ও বিটরুট ১১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সবজি বিক্রেতা জাব্বার মিয়া বলেন, বাজারে কয়েক ধরনের সবজির সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে। বিশেষ করে টমেটোর সরবরাহ কম থাকায় দাম অনেক বেশি। সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এসব সবজির দাম

কমার সম্ভাবনা কম।

ক্রেতা সবুজ মিয়া বলেন, “বাজারে টমেটোর দাম কেজিপ্রতি ২০০ টাকারও বেশি। প্রায় সব ধরনের সবজির দামই বাড়তি। প্রয়োজনীয় সবজি কিনতে গিয়ে আমাদের মতো সাধারণ ক্রেতাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।”

মেহেরপুর তহ-বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, গত কয়েক দিনের অতিরিক্ত বৃষ্টিতে সবজি ও ফলমূলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এতে বাজারে সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম কিছুটা বেড়েছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় পরিবহন ব্যয়ও বেড়েছে। ফলে আগের তুলনায় বেশি খরচে পণ্য বাজারে আনতে হচ্ছে। এ কারণে অনেক ব্যবসায়ী কম পরিমাণে পণ্য আনছেন।

তিনি আরও বলেন, ইদানীং গ্রামের বিভিন্ন মাঠ থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সরাসরি সবজি কিনে বিক্রি করছেন। এতে শহরের বাজারে সবজির সরবরাহ কিছুটা কমছে। সব মিলিয়ে বাজারে দামের ওপর চাপ তৈরি হয়েছে। জ্বালানি তেলের দাম যে অনুপাতে বেড়েছে, পরিবহন ভাড়াও সে অনুপাতে সমন্বয়ের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। অন্যথায় অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয়ের চাপ শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদের ওপরই পড়বে।

মাছের বাজারেও চড়া দাম

সবজির পাশাপাশি মাছের বাজারেও চড়া দাম বিরাজ করছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, মাছের সরবরাহ কম থাকায় দাম কমছে না। শুক্রবার অন্য দিনের তুলনায় বেচাকেনা কিছুটা ভালো হলেও খুচরা বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি প্রত্যাশার তুলনায় কম।
খুচরা বাজারে প্রতি কেজি বড় রুই ৫০০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২৫০ টাকা, তেলাপিয়া ২২০ টাকা, পাঙ্গাস ১৯০ টাকা, বড় গ্লাস কার্প ৪০০ টাকা, মাঝারি ইলিশ ৮৫০ টাকা, বড় কাতলা ৪০০ টাকা, দেশি চিংড়ি ১ হাজার টাকা, জিউল মাছ ৪০০ টাকা, কই ২০০ টাকা ও বাটা মাছ ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি বড় রুই ৪৭০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২৩০ টাকা, তেলাপিয়া ১৯০ টাকা, পাঙ্গাস ১৬৫ টাকা, বড় গ্লাস কার্প ৩৪০ টাকা, মাঝারি ইলিশ ৮০০ টাকা, বড় কাতলা ৩৬০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৯০০ টাকা, জিউল মাছ ৩৩০ টাকা, কই ১৮০ টাকা ও বাটা মাছ ১৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছ বিক্রেতা বকুল হালদার বলেন, গত সপ্তাহের মতোই মাছের বাজার

রয়েছে। সরবরাহ কম থাকায় দাম কমছে না। শুক্রবার বেচাকেনা তুলনামূলক ভালো হলেও খুচরা বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি কম। ফলে প্রত্যাশা অনুযায়ী বিক্রি হচ্ছে না।

মাছের ক্রেতা মাফুজুর রহমান বলেন, “আমি একজন ছাত্র। প্রায় প্রতি শুক্রবার বাজার করতে আসি। কয়েক সপ্তাহ ধরে মাছের দাম বেশি দেখছি। এ দামে মাছ কেনা আমার মতো সাধারণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।”

মাংস, মুরগি ও নিত্যপণ্যের বাজার

মাংসের বাজারে প্রতি কেজি খাসির মাংস ১ হাজার ১০০ টাকা, গরুর মাংস ৮০০ টাকা এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এ ছাড়া প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ১৯০ টাকা, সোনালি মুরগি ৩০০ টাকা, লেয়ার মুরগি ৩৮০ টাকা, দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা, চিনাহাঁস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লাল সন্না চাল ৫০ টাকা, আটা ৫০ টাকা, মসুর ডাল ১২০ টাকা, কলাই ডাল ২০০ টাকা, মটর ডাল ৬০ টাকা, ছোলা ডাল ১১০ টাকা এবং চিনি ১১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে সবজি ও মাছের সরবরাহে ঘাটতি এবং পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বাজারে দামের চাপ রয়েছে। বিশেষ করে টমেটোর অস্বাভাবিক উচ্চমূল্য ক্রেতাদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে আনতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ক্রেতারা।

মেহেরপুরে সবজি-মাছের দাম

বাড়তি

টানা বৃষ্টি ও পরবর্তী তীব্র রোদের প্রভাবে উৎপাদন কমে যাওয়ায় মেহেরপুরের বাজারে বেড়েছে বেশিরভাগ সবজির দাম। একই সঙ্গে চাহিদার তুলনায় মাছের সরবরাহ কম থাকায় মাছের দামও বাড়তি। এতে নিম্ন ও স্বল্প আয়ের মানুষের বাজার করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি কমে যাওয়ায় বিক্রিও কমেছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, গত সপ্তাহের তুলনায় অধিকাংশ সবজির দাম বেড়েছে।

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪৫-৫০ টাকা, রসুন ৯০-১০০, কচু ৪০-৪৫, টমেটো ১১৫-১২০, কাঁচামরিচ ৯০-১০০, বেগুন ১২০-১৩০, আদা ১৭০-১৮০, শসা ৫৫-৬০, কলা ৫০, আলু ২৫, লাউ ৩০, পেঁপে ২০, বরবটি ৬০, গাজর ১৩৫-১৪০, ওল ৪৫-৫০, লালশাক ৪০, পটল ৫০, ঢেঁড়স ৫০, মিষ্টি কুমড়া ৬০, ঝিঙে ৫০, করলা ৭০ এবং কাঁকরোল ৭০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৮-৪০ টাকা, রসুন ৭০-৮০, কচু ৩০-৩৫, টমেটো ১০০-১০৫, কাঁচামরিচ ৭৫-৮০, বেগুন ১১০, আদা ১৫০-১৫৫, শসা ৪০, কলা ৪০, আলু ১৮-২০, লাউ ২৪, পেঁপে ১০-১২, বরবটি ৪৫-৫০, গাজর ১১৫-১২০, ওল ৩৮-৪০, লালশাক ৩৫, পটল ৪০, ঢেঁড়স ৩৫, মিষ্টি কুমড়া ৫০, ঝিঙে ৪০, করলা ৫৫-৬০ এবং কাঁকরোল ৫৫-৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

চাল, ডাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লালসন্য চাল ৫০, আটা ৪৫, মসুরি ডাল ১১০, কলাই ডাল ১৮০, মটর ডাল ৬০, সুলা ডাল ১১০ এবং চিনি ১১৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩৫০ টাকা, সিলভার ২২০, তেলাপিয়া ২৪০, পাঙ্গাস ২০০, গ্লাসকাপ বড় ৪০০, মাঝারি ইলিশ ৭০০, বড় কাতলা ৪০০, চিংড়ি ৮০০, জিউল ৩৫০, কই ২২০ এবং বাটা ২৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের পাইকারি দামও তুলনামূলক বেশি। প্রতি কেজি রুই ৩২০ টাকা, সিলভার ১৯০, তেলাপিয়া ২২০, পাঙ্গাস ১৮০, বড় গ্লাসকাপ ৩২০-৩৩০,

ইলিশ ৬৮০, কাতলা ৩৭০, চিংড়ি ৭৫০, জিউল ৩০০, কই ২০০ এবং বাটা ২৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাংসের বাজারে খাসির মাংস প্রতি কেজি ১১০০ টাকা, গরুর মাংস ৭৫০ এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। মুরগির মধ্যে বয়লার ১৭০-১৮০, সোনালি ২৬০-২৮০, লেয়ার ৩৪০-৩৫০, দেশি মুরগি ৬৫০, চিনিহাঁস ৪৫০, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ এবং রাজহাঁস ৪৫০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি ক্রেতা পলাশ মিয়া বলেন, “আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি। সপ্তাহে একদিন কাজ বন্ধ থাকে, তাই সেদিন বাজার করতে আসি। কিন্তু উপার্জনের টাকা দিয়ে বাজার করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সবজি ও মাছ কিনতেই বেশি টাকা চলে যাচ্ছে।”

ক্রেতা মাসুম মিয়া বলেন, “আলু ছাড়া প্রায় সব সবজির দামই বেশি। এক কেজি বেগুন কিনতেই ১২০ টাকার বেশি লাগছে। বয়লার মুরগির চেয়েও অনেক মাছের দাম বেশি।”

মাছ ক্রেতা হাবিব মিয়া বলেন, “এক কেজি তেলাপিয়া মাছ ২২০ টাকা দিয়ে কিনলাম। প্রতি সপ্তাহেই মাছের দাম বাড়ছে। আমরা নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য মাছ কেনা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বড় মাছ ৩০০-৪০০ টাকা কেজি হলেও ইচ্ছা থাকলেও সাধ্যের মধ্যে হচ্ছে না।”

করলা চাষি আনিসুর রহমান বলেন, “টানা বৃষ্টিতে সবজির উৎপাদন কম হচ্ছিল। কীটনাশক ও শ্রমিকের খরচ দিয়ে আমাদের হাতে তেমন কিছু থাকত না। এখন একটু ভালো দাম পাচ্ছি। এতে উৎপাদন খরচ মিটিয়ে সংসার চালাতে পারব।”

কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী রুস্তম আলী বলেন, “বাজারে সব ধরনের সবজির সরবরাহ আছে। তবে ক্রেতার উপস্থিতি খুব কম। সারাদিনে দুই হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে।”

ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান বলেন, “টানা বৃষ্টির পর রোদের তাপে অনেক সবজির উৎপাদন কমেছে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে। বাজারে ক্রেতার উপস্থিতিও কম। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে বেশিরভাগ সবজির দাম ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।”

মাছ ব্যবসায়ী সুনিল কুমার হালদার বলেন, “চাহিদার তুলনায় বাজারে মাছ কম আসছে। অল্প আয়ের মানুষের মাছ কেনা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

বাজারে মাছের সরবরাহ স্বাভাবিক হলে দামও কমে আসবে।”

সাধারণ ক্রেতাদের দাবি, মাছ ও সবজির দাম কিছুটা কমলে তাদের জন্য বাজার করা সহজ হবে।

মেহেরপুরে মাছ ও সবজির বাজার চড়া

মেহেরপুরের বড় বাজারসহ জেলার বিভিন্ন বাজারে মাছ ও সবজির দাম বেড়েছে। বিশেষ করে মাছের বাজারে ২০০ টাকার নিচে কোনো মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এতে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের ক্রেতাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর বড় বাজারসহ জেলার বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, খুচরা বাজারে পিয়াজ ৫০ টাকা,রসুন ১০০ টাকা,আলু ২৫ টাকা,গাজর ১৩৫-১৪০ টাকা, আদা ১৭০-১৮০ টাকা, টমেটো ১১৫-১২০ টাকা, বেগুন ৯০-১০০ টাকা, কাঁচা মরিচ ৬০-৬৫ টাকা এবং বরবটি ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া শসা ৫৫-৬০, লাউ ৪৫-৫০, ওল ৪৫-৫০, ঝিঙে ৫০, মিষ্টি কুমড়া ৫০,লালশাক ৪০ টাকা, কাকরুল ৫০ এবং করলা ৩৫-৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে।

পাইকারি ও খুচরা বাজারের দামের তুলনায়ও বেশ কিছু পণ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে। পাইকারি বাজারে বেগুন ৭৫-৮০ টাকা, টমেটো ১০০-১০৫ টাকা, গাজর ১১৫-১২০ টাকা, আদা ১৫০-১৫৫ টাকা, কাঁচা মরিচ ৪৫-৫০ টাকা এবং বরবটি ৪৫-৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারে বেগুন, টমেটো, রসুন,গাজর, আদা ও বরবটির দাম তুলনামূলক বেশি বলে ক্রেতা-বিক্রেতারা জানিয়েছেন। তবে ব্যবসায়ীদের দাবি, বৃষ্টি ও সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে কয়েকটি সবজির দাম বেড়েছে।

সবজি ক্রেতা আনসারুল হক বলেন, “গত সপ্তাহের চেয়ে এই সপ্তাহে কিছু কিছু সবজির দাম একটু বেশি। আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ। বাড়তি দামে

সবজি কিনতে কষ্ট হচ্ছে। তবে কাঁচা মরিচের দাম স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।”

সবজি ক্রেতা রাজু আহমেদ বলেন, “সবজি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের সব সময়ই দরকার। দাম কমুক বা বাড়ুক, কিনতেই হবে। কিছু কিছু সবজির দাম ঠিক থাকলেও বেগুনসহ কয়েকটি সবজির দাম বেশি।”

ব্যবসায়ী জাব্বার হোসেন বলেন, “গত সপ্তাহের চেয়ে এ সপ্তাহে মালের দাম কিছুটা কম। তবে বেচাকেনাও কম। কয়েকটি জিনিসের দাম একটু বেশি হয়েছে। বর্ষায় ফুল-জালি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বেগুন, পটল ও মিষ্টি কুমড়ার দাম বেড়েছে। এছাড়া আলু, কাঁচা মরিচ, কচুসহ অনেক সবজির দাম স্বাভাবিকের মধ্যেই আছে।”

খুচরা সবজি বিক্রেতা মিজানুর রহমান বলেন, “আগে মালামালের দাম কম ছিল, তাই বিক্রিও বেশি হতো। এখন প্রায় সব মালামালের দাম আগের তুলনায় বেশি। আগে যে বেগুন ৫০-৬০ টাকায় বিক্রি করতাম, এখন তা ১০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করতে হচ্ছে। পটলও ৫০-৬০ টাকা দরে বিক্রি করতে হচ্ছে।”

ব্যবসায়ী কাউসার বলেন, “বৃষ্টির কারণে অনেক পণ্যের আমদানি কমে গেছে। এ কারণে কিছু পণ্যের দাম বেশি। বাজারে ক্রেতার আগমনও কম, ফলে খুচরা বেচাকেনা অনেক কমে গেছে। চাষিরাও সমস্যায় আছেন। যে পরিমাণ মাল হওয়ার কথা, তা হচ্ছে না। অনেক চাষি অল্প পরিমাণ পণ্য বাজারে নিয়ে আসছেন।”

সবজির পাশাপাশি মেহেরপুরের মাছের বাজারে চড়া দাম নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে বেশি অসন্তোষ দেখা গেছে। বাজারে তেলাপিয়া ও পাঙ্গাস মাছ প্রতি কেজি ২০০ টাকা, কাতলা ৩০০ টাকা, বাটা ১৯০-২০০ টাকা, কই ২১০-২২০ টাকা এবং জিউল মাছ ৩০০-৩৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

এছাড়া মাঝারি আকারের ইলিশ প্রতি কেজি প্রায় ৭০০ টাকা, চিংড়ি ৮০০ টাকা এবং গ্লাসকাপ মাছ ২৮০-৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। পাইকারি বাজারে তেলাপিয়া ১৮০, পাঙ্গাস ১৭০, কাতলা ২৭০, বাটা ১৭০, কই ১৯০ এবং ইলিশ ৬৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী সুজল কুমার হালদার বলেন, “ইলিশ মাছসহ প্রায় সব মাছের দামই একটু বেশি। এখন খাল-বিলেও মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এ সময়ে মাছ ধরার পরিমাণ কম থাকায় বাজারে আমদানিও কম। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে কিছুটা দাম বেড়েছে। তবে বাজারে মাছের চাহিদা

বেশি।”

আরেক মাছ ব্যবসায়ী সুনীল কুমার হালদার বলেন, “বাজারে মাছের আমদানি কম হওয়ায় দাম বেশি। চাহিদা অনুযায়ী মাছ পাওয়া গেলে দাম কমে যাবে বলে আশা করছি।”

মাছ ক্রেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, “আগের তুলনায় সব ধরনের মাছের দামই বেশি। ইলিশসহ যেকোনো মাছ কিনতে বেশি টাকা লাগছে। বাজারে ঘুরে দেখা যাচ্ছে, কেজিপ্রতি ২০০ টাকার নিচে মাছ খুব কমই পাওয়া যাচ্ছে। মাছ সবারই প্রিয়, তাই দাম কিছুটা কমলে সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধা হতো।”

বাজারে আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লালসন্য চাল ৫০ টাকা এবং আটা ৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। মসুরি ডাল ১১০-১২০ টাকা, কলাই ডাল ১৭০ টাকা, মটর ডাল ৬৫ টাকা, সুলা ডাল ১১০ টাকা এবং চিনি ১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাংসের বাজারে গরুর মাংস প্রতি কেজি ৭৫০ টাকা, খাসির মাংস ১১০০ টাকা এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে বয়লার মুরগি ১৭০-১৮০ টাকা, সোনালি ২৬০-২৮০ টাকা, লেয়ার ৩৪০-৩৫০ টাকা এবং দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া চিনিহাস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০-৫০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

তবে মুরগি ও হাঁসের বিক্রেতাদের দাবি, এসব পণ্যের দাম মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়ায় বেচাকেনা আগের তুলনায় কমেছে।

সার্বিকভাবে বাজারে কিছু পণ্যের দাম স্বাভাবিক থাকলেও মাছ, বেগুন, গাজর, আদা ও টমেটো সহ কয়েকটি সবজির বাড়তি দাম সাধারণ ক্রেতাদের ওপর চাপ তৈরি করছে। ক্রেতাদের দাবি, বাজারে পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি পাইকারি ও খুচরা দামের ব্যবধানও নজরদারির আওতায় আনা প্রয়োজন।

টানা বর্ষণে মেহেরপুরে সবজির বাজারে অস্বস্তি

টানা বর্ষণ ও বৈরী আবহাওয়ার প্রভাবে সবজির জেলা হিসেবে পরিচিত মেহেরপুরে বেড়েছে প্রায় সব ধরনের সবজির দাম। অতিবৃষ্টিতে মাঠের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাজারে সরবরাহ কমে গেছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

গতকাল শনিবার মেহেরপুর বড় বাজারসহ জেলার বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, গত কয়েক দিনে অধিকাংশ সবজির দাম কেজিতে ২৫ থেকে ৩০ টাকা বেড়েছে।

মেহেরপুর বড় বাজার ঘুরে দেখা গেছে, কয়েক দিনের ব্যবধানে প্রায় প্রতিটি সবজির দাম কেজিতে ২৫ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এতে চরম বিপাকে পড়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। বাড়তি দামের কারণে অনেকে বাজারে এসে প্রয়োজনীয় সবজি কিনতে না পেরে কাটছাঁট করে কেনাকাটা করছেন। কেউ কেউ আবার খালি হাতেই বাড়ি ফিরছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, টানা বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে কাঁচা মরিচ ও বেগুনের বাজারে। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে কাঁচা মরিচের দাম সেঞ্চুরি পেরিয়ে এখন ২০০ থেকে ২২০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে সাধারণ বেগুনের দামও বেড়ে প্রতি কেজি ১০০ থেকে ১২০ টাকায় উঠেছে।

এ ছাড়া গাজর ১২০ টাকা, টমেটো ১৬০ টাকা, শসা ৮০ টাকা, উস্তা ৭০ টাকা, কাঁকরোল ৭০ টাকা ও ঢেঁড়শ ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। পটল, কচু, চিচিঙ্গা, পেঁপে ও পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা কেজি দরে। ৫০ টাকার নিচে হাতে গোনা দু-একটি সবজি ছাড়া বাজারে তেমন কোনো সবজিই পাওয়া যাচ্ছে না।

বড় বাজারে কেনাকাটা করতে আসা রমজানুল করিম বলেন, “টানা বৃষ্টির পর প্রায় সব সবজির দাম বেড়েছে। নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের জন্য সংসারের বাজার করা কঠিন হয়ে পড়েছে।”

ক্রেতা রমজানুল করিম বলেন, “টানা বৃষ্টির পর বাজারে প্রতিটি সবজির দাম কেজিতে ২৫ থেকে ৩০ টাকা বেড়ে গেছে। যে জেলায় এত সবজি উৎপাদন হয়, সেখানে হঠাৎ করে দাম এভাবে বেড়ে যাওয়ায় আমাদের মতো

নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের জন্য বাজার করা কঠিন হয়ে পড়েছে।”

মিয়ারুল সবজি ভান্ডারের ব্যবসায়ী সাজেদুর রহমান সাজু বলেন, “অতিরিক্ত বৃষ্টিতে মাঠের সবজি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরবরাহ কম থাকায় পাইকারি বাজারেই দাম বেশি, যার প্রভাব খুচরা বাজারেও পড়েছে। মাটিতে থাকা সবজিগুলো অতিবৃষ্টির কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে মোকামে চাহিদা অনুযায়ী সবজি উঠছে না। সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পাইকারি বাজারে দাম কমার সুযোগ নেই।”

খুচরা সবজি বিক্রেতা আলামিন হোসেন বলেন, “আমরা আড়ত থেকে চড়া দামে সবজি কিনে আনছি। তাই বাধ্য হয়েই বাড়তি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। আগে যেখানে দিনে ৩ থেকে ৪ মণ সবজি বিক্রি করতাম, এখন বেশি দামের কারণে মানুষ কেনাকাটা কমিয়ে দিয়েছে।

প্রতিদিন মাল বিক্রি না হয়ে পড়ে থাকলে আরও লোকসান গুনতে হয়। ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মাচায় চাষ করা সবজি ছাড়া বাজারে তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।”

মেহেরপুর শহরের বড় বাজারের পাশাপাশি গাংনী ও মুজিবনগরের হাট-বাজারেও একই চিত্র দেখা গেছে। বৃষ্টিপাত ও বৈরী আবহাওয়ার কারণে সবজি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় সরবরাহ সংকট তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

ক্রেতা-বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের ধারণা, আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে নতুন ফসল বাজারে না আসা পর্যন্ত মেহেরপুরের সবজির বাজারে এই চড়া দাম অব্যাহত থাকতে পারে।

মেহেরপুর তহ-বাজার সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, আবহাওয়া পরিবর্তন ও বৃষ্টির করনে সবজির গাছে ফুল-ফল ঝরে যাচ্ছে, সেজন্য বাজারে সবজির আমদানি খুবই কম এর জন্য সবজির দাম বেশি। আশা করছি এ সপ্তাহ থেকে দশ দিনের মধ্যে যদি আবহাওয়া পরিবর্তন হয় তাহলে বাজার স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

মেহেরপুরে সপ্তাহের ব্যবধানে সবজির দাম দ্বিগুণ, দিশেহারা ক্রেতারা

সপ্তাহের ব্যবধানে উৎপাদন এলাকায় সবজির দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, যা হাতবদল হয়ে খুচরা বাজারে আরও চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে।

কৃষিনির্ভর মেহেরপুরে হঠাৎ করেই সবজির দামে নাভিশ্বাস অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ভোক্তাদের। বাজারে গিয়ে বাড়তি দামে হতাশ হয়ে পড়ছেন ক্রেতারা।

ভোক্তাদের অভিযোগ, ব্যবসায়ীরা কোনো অজুহাত পেলেই দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে দেন। আর প্রশাসন শুধু নামেমাত্র বাজার মনিটরিংয়ের কথা বললেও এর তেমন কোনো প্রভাব বাজারে পড়ছে না।

অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের দাবি, কৃষকদের কাছ থেকে অধিক দামে সবজি কিনতে হচ্ছে তাদের। তাছাড়া তেল সংকটের কারণে পরিবহন খরচ বেড়েছে। পাশাপাশি হাট ইজারা ও অন্যান্য খরচ বিবেচনা করে তারা দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন।

কৃষকরা বলছেন, সার, বীজসহ সবকিছুর দাম বেড়েছে। বর্তমানে তেল সংকটের কারণে সেচ খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে, তাই দাম বাড়াটা স্বাভাবিক।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। কোনো ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সোমবার জেলার ঐতিহ্যবাহী বামন্দী বাজার ঘুরে দেখা যায়, ৬০ টাকা কেজির পটল বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা, ৪০ টাকার বেগুন ১২০ টাকা, ৪০ টাকার শসা (খিরা) ৮০ টাকা, ৪৫ টাকার গাজর ৭০ টাকা, ৪৫ টাকার ঢেঁড়স ১০০ টাকা, কাঁচা কলা ২৫ টাকা বেড়ে ৪০ টাকা, ৬৫ টাকার বরবটি ১০০ টাকা, ৫০ টাকার কচুর লতি ৮৫ টাকা, ৬০ টাকার উস্তি ৮০ টাকা, ৩০ টাকার পুঁইশাক ৬০ টাকা, ৩০ টাকার টমেটো ৭০ টাকা এবং ৪০ টাকার ঝিঙে ৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুলা বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা কেজি

দরে, আলতাপাটি আলু ২৫০ টাকা এবং প্রতি কেজি কাঁঠাল বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকা দরে।

সবজি ক্রেতা স্বপন আলী বলেন, “বাজারে এখন কিছুই কেনার মতো অবস্থা নেই। যে বেগুন সপ্তাহখানেক আগে ৩০-৪০ টাকা কেজি ছিল, এখন ১২০ টাকা। পটলও গত হাটে ৩০ টাকায় কিনেছি, আজ ১০০ টাকা।”

আরেক ক্রেতা রাসেল আহমেদ বলেন, “পাম্পে তেল কম পাওয়া যাচ্ছে এই অজুহাতে সব ধরনের সবজির দাম বেড়েছে। ৫০ টাকার নিচে কোনো সবজি নেই। পুঁইশাকও ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমরা গরিব মানুষ, খাবো কী?”

সবজি বিক্রেতা সামসুল হক বলেন, “আমরা আড়তে গিয়ে দেখি সব সবজির দাম বাড়তি। তারা বলছে তেল সংকটের কারণে পরিবহন খরচ বেড়েছে। আমরা যেমন দামে কিনি, তেমন দামে বিক্রি করি।”

আরেক বিক্রেতা নবীর আলী বলেন, “গত হাটে যে পটল ৩৫ টাকায় কিনেছি, আজ পাইকারি কিনতে হচ্ছে ৮৫ টাকায়। বেগুনও আগের ৪০ টাকার জায়গায় এখন ৯০ টাকায় কিনতে হচ্ছে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার আলী বলেন, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। কেউ যদি সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে সবজির বাজার স্থিতিশীল, কাঁচা মরিচ ঊর্ধ্বমুখী

মেহেরপুর কাঁচাবাজারে গত সপ্তাহ ও এই সপ্তাহে সবজির দাম স্থিতিশীল। তবে কাঁচা মরিচের দাম একটু বাড়তি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

পাইকারি বাজারে আলু ১৫ টাকায় অপরিবর্তিত, পেয়াজের দাম কমে ২৫-৩০

টাকায়, রসুন মান অনুযায়ী ৩০ থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত, কাচা মরিচ ৭৮ টাকা থেকে বেড়ে ৯৫ টাকা, আদা ১০ টাকা বেরে ১৪০ টাকা।

বেগুন ৩০ টাকা স্থিতিশীল, শিম ও মূলা ২০ ও ৪০ টাকায় স্থিতিশীল, পটল ১৩৫ টাকায় অপরিবর্তিত, টমেটো ও শশা ৩০ ও ৬০ টাকায় স্থিতিশীল, পেঁপে ২০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ২০ টাকা কেজি, বাধাকপি ১২ টাকা কেজি ও পালংশাক ১৫ কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

খুচরা বাজারে আলু ২০ টাকায় অপরিবর্তিত, পেয়াজের ৪০ টাকায়, রসুন মান অনুযায়ী ৪০ থেকে ৮০ টাকা পর্যন্ত, কাচা মরিচের দাম বেড়ে ১২০ টাকা, আদা ১৬০ টাকা।

বেগুন ৪০ টাকা, শিম ও মূলা ২০ ও ৪০ টাকায়, পটল ১৬০ টাকায়, টমেটো ও শশা ৪০ ও ৮০ টাকায়, পেঁপে ২৫ টাকায় স্থিতিশীল থেকে বিক্রি হয়েছে।

শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ৩০ টাকা কেজি, বাধাকপি ২০ টাকা কেজি ও পালংশাক ২০ কেজিতে স্থিতিশীল থেকে বিক্রি হচ্ছে।

গতকাল শুক্রবার মাছের বাজার রুই ৩৫০টাকা, তেলাপিয়া ১৮০ টাকা, পাঙাস ১৫০ টাকা, সিলভার ১৮০ টাকা, জিওল ৩৫০ টাকা, ইলিশ ১০০০ টাকা, হরিনা চিংড়ী ৯০০ টাকা,গলদা চিংড়ী ৮০০ টাকা, দেশি চিংড়ী ১০০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে।

মুরগীর বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৮০, সোনালি মুরগি ২৮০ টাকা, লেয়ার মুরগি ২৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে৷ ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় এবং গরুর মাংস ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

তহ-বাজার সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ কাঁচাবাজার পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে। সব ধরনের সবজির দাম স্বাভাবিক রয়েছে। শুধু কাঁচা মরিচের দাম বেশি যার একমাত্র কারন এসময় আমাদের এলাকায় কাঁচা মরিচ হয় না আমদানি করতে হয়।

নির্বাচনকে সামনে রেখে কাঁচাবাজারে কোন প্রভাব পরেছে কিনা এমন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এই কয়দিন কোন প্রভাব পড়েনি আর সামনে প্রভাব পড়বে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের মেহেরপুর অত্যন্ত ছোট জেলা শুধু নির্বাচনের দিন কাঁচামাল আমদানি হয় না নির্বাচনের আগের দিন এবং পরের দিন স্বাভাবিকভাবে আমদানি হবে বলে আমি মনে করি।

তাছাড়া নির্বাচন কেন্দ্রিক যদি কোন অঘটন ঘটে সেটা আলাদা ব্যাপার।

মেহেরপুরে তীব্র শীতে সবজির বাজার স্থিতিশীল

মেহেরপুর কাঁচাবাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম গত সপ্তাহের সাথে স্থিতিশীল রয়েছে। শীতকালীন সবজির দাম ও স্থিতিশীল। সপ্তাহের ব্যবধানে বেশ কিছু সবজি ও নিত্যপণ্যের দামে কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা ওঠানামা দেখা গেছে।

গতকাল শুক্রবার মেহেরপুর কাঁচাবাজার পরিদর্শন করে এসকল ওঠনামা দেখা যায়।

পাইকারি বাজারে নতুন আলু ২৫ টাকায় অপরিবর্তিত, পেয়াজ ৫০ টাকা থেকে কমে ৪৫ টাকায়, রসুন ৫০ টাকায় অপরিবর্তিত, কাচা মরিচ ৪৫ টাকা থেকে বেড়ে ৭০ টাকা, আদা ৩০ টাকা কমে ১২০ টাকা। বেগুন ৩৫ টাকা থেকে কমে ৩০ টাকায়, শিম ও মূলা ১০ ও ৩০ টাকায় স্থিতিশীল, পটল ৯০ টাকায় স্থিতিশীল, টমেটো ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ টাকায়, শশা ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৬৫ টাকা, পেঁপে ২০ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে। শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ৫ টাকা কেজি, বাধাকপি ১০ টাকা কেজি ও পালংশাক ১০ টাকা বেড়ে ৩০ কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

খুচরা বাজারে নতুন আলু ৩০ টাকায় অপরিবর্তিত, পেয়াজ ৬০ টাকা থেকে কমে ৫৫ টাকায়, রসুন ৬০ টাকায় অপরিবর্তিত, কাচা মরিচ ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকা, আদা দাম কমে ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বেগুন ৪০ টাকায় স্থিতিশীল , শিম ও মূলা ২০ ও ৪০ টাকায় স্থিতিশীল, পটল ১১০ টাকায় স্থিতিশীল, টমেটো ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকায়, শশা ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকা, পেঁপে ২৫ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে। শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি ১০ টাকা কেজি, বাধাকপি ২০ টাকা কেজি ও পালংশাক ১০ টাকা বেড়ে ৪০ কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে রুই ২০০-৪০০ টাকা, তেলাপিয়া ১৫০ টাকা, পাঙাস ১৬০

টাকা, সিলভার ১৮০ টাকা, জিওল ২৫০-৩৫০ টাকা, ইলিশ ৩০০-৩০০০ টাকা, দেশি চিংড়ী ১০০০ টাকা, গলদা ৭০০ টাকা।

মুরগীর বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৭০, সোনালি মুরগি ২৬০, লেয়ার মুরগি ২৬০৷ ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় এবং গরুর মাংস ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

সবজি বিক্রেতারা জানান, “বাজারে সরবরাহ ভালো আছে। পাইকারিতে দাম কম থাকায় খুচরা বাজারেও দাম কম। দাম কম হলে ক্রেতা বেশি আসছে, এতে বিক্রি অনেক ভালো হচ্ছে।”

অন্যদিকে ক্রেতারা বলেন, “আগের তুলনায় এখন সবজির দাম অনেক কম। পরিবারের জন্য বাজার করে অনেক স্বস্তি পাচ্ছি। প্রতিদিনের কেনাকাটায় কম খরচ হচ্ছে, এটাই বড় সুবিধা।”

মেহেরপুর তহ-বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন,“বর্তমানে সবজির উৎপাদন ভালো হওয়ায় বাজারে সরবরাহ পর্যাপ্ত। পাইকারিতে স্থিতিশীল দাম খুচরা বাজারেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আমরা বাজার নিয়মিত ঘুরে দেখছি , যাতে কেউ ইচ্ছামতো দাম বাড়াতে না পারে। ক্রেতারা স্বস্তিতে বাজার করতে পারছেন এটাই আমাদের সবার জন্য ভালো ।”

সরবরাহ বাড়ায় দাম অর্ধেকে

মেহেরপুরের বাজারে বাড়তে শুরু করেছে শীতকালীন সবজির সরবরাহ। এতে দাম নেমেছে অর্ধেকে।

দামে এই নিম্নমুখী হওয়ায় ভয়ে রয়েছেন সবজি চাষিরা। চাষিরা বলছেন, বাজার স্বাভাবিক না হলে লাভের মুখ দেখতে পাবেন না কোনো সবজি চাষি।

মেহেরপুর বড়বাজারের সাথেই কাঁচাবাজারের আড়ত। সকাল থেকেই অন্যান্য সবজির পাশাপাশি শীতকালীন সবজি নিয়ে কাঁচাবাজারের আড়তে আসেন কৃষকরা। প্রতিদিন এভাবেই কাঁচামাল আমদানি ও বিক্রি হয় এই আড়তে।

গতকাল শুক্রবার মেহেরপুর প্রতিদিনের সাপ্তাহিক অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে বাজার ঘুরে দেখা যায়, ফুলকপি, পাতাকপি, শিম, বরবটি, মুলাসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি বাজারে এসেছে। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে শীতকালীন সবজি বাজারে এসেছে। এতে কমতে শুরু করেছে দামও।

গত সপ্তাহে পালং শাক কেজি প্রতি ৮০ টাকায় বিক্রি হলেও চলতি এ সপ্তাহে তা ৪০ টাকায় নেমে এসেছে। শিম ১০০ টাকা থেকে কমে ৪০ টাকা, ফুলকপি ১০০ টাকা থেকে কমে ৫০ টাকা ও বরবটি ৬০ টাকা থেকে কমে ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া মুলা ১৫ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ২০ টাকা, ধনিয়া পাতা ২০ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৩০ টাকা, ওলকপি এবং বাঁধাকপি ৩৫ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে আলু, কচু, লাল শাক সহ অন্যান্য সবজির দাম ২০,২০,৪০ অপরিবর্তিত রয়েছে। কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, আদাও বিক্রি হচ্ছে আগের দামেই। তবে শীতকালীন সবজির এই দাম নিম্নমুখী হওয়ায় লোকসানের আশঙ্কা করছেন কৃষকরা।

সবজি চাষী আজগর আলী বলেন, চলতি মৌসুমে সার ও বালাই নাশকের দাম বেশি হওয়ায় উৎপাদন খরচও বেড়ে গেছে। এছাড়া আবহাওয়াজনিত কারণে ফসলের উৎপাদন কম হওয়ায় দাম না পেলে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হবো।

আরেক সবজি চাষী রাজ্জাক হোসেন বলেন, অনেক খরচ করে ফুলকপি চাষ করেছি। ফুলকপি যত্ন করে, ঠিকমতো পরিচর্যা করে বিক্রি করতে এসে দাম না পেলে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হবো।

অপরদিকে শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতকালীন সবজির আমদানি আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন আড়ত মালিকরা।

সপ্তাহ ব্যবধানে সবজিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম

স্থিতিশীল

মেহেরপুরে সবজির বাজার স্থিতিশীল থাকায় ক্রেতারা রয়েছেন স্বস্তিতে। গত দুই এক সাপ্তাহ সাবজি ও মুরগির দাম স্থিতিশীল এবং নিম্নমুখী ও। স্বস্তিতে রয়েছেন ক্রেতারা।

মেহেরপুর পাইকারি ও খুচরা বাজারে ঠিক মতো সরবরাহ থাকায় বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্থিতিশীল আছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

পাইকারি বাজারে আলু, পেয়াজ ও রসুন ১৫, ৬৫ ও ৭০ টাকায় স্থিতিশীল। তবে কাঁচামরিচের দাম আবারও নিম্নমুখী। গত সাপ্তাহের থেকে ২০ টাকা কমে ৯০ টাকা বিক্রি হচ্ছে।

ঢেঁড়স, বেগুন, পটল অপরিবর্তিত থেকে ৪০, ৭০, ৫০ টাকা। শশা ৩৫ থেকে বেড়ে ৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। মূলায় ১০ টাকা কমে ২০ টাকা। শাক, পেঁপে,ঝিঞা ও ধন্দল কেজিপ্রতি ৩০,১৫, ৪০ ও ২৫ টাকায় স্থিতিশীল। গজর ও টমেটো ১৬০ টাকা, ১১০ টাকা স্থিতিশীল।

খুচরা বাজারে আলু, পেয়াজ রসুন, ২০, ৭০,১০০ টাকায় অপরিবর্তিত। আবারও কাঁচামরিচের দাম কমেছে, গত সপ্তাহের চেয়ে ২০ টাকা কমে ১২০ টাকা বিক্রি হচ্ছে।

ঢেঁড়স, বেগুনে অপরিবর্তিত থেকে ৫০, ৮০ টাকা। শাক অপরিবর্তিত থেকে ৪০ টাকায় করে বিক্রি হচ্ছে। মুলায় ১০ টাকা কমে কেজি প্রতি ৩০ এবং শশায় ১০ টাকা বেড়ে কেজিপ্রতি ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পেঁপে ও ঝিঞা ১৫ ও ৫০ টাকায় স্থিতিশীল। ধন্দল ৪০ টাকায় অপরিবর্তিত । ফুলকপি ১০০ টাকা কেজি এবং সিম ৮০ টাকা।

তবে গজর ও টমেটোর দামে ওঠানামা করছে। গাজর ৪০ টাকা বেড়ে ১৮০ টাকা, টমেটো ১০ টাকা কমে ১১০ টাকায় অপরিবর্তিত।
মুরগি বাজারে ব্রয়লার মুরগী, লেয়ার মুরগি ও সোনালী মুরগীতে কেজিপ্রতি ১৮০, ৩১০ ও ২৮০ টাকা স্থিতিশীল ।

মুরগি ব্যবসায়ী সাজ্জাদ বলেন, গত সপ্তাহ এবং এই সপ্তাহ মুরগির দামে কোনরকম কম বেশি নেই সব দাম একই আছে।

মাছের বাজারে রুই ১৬০, তেলাপিয়া ১৬০, পাঙাশ ১৫০, সিলভার ১০০, জিওল ২২০, চিংড়ি ১২০০, পাকাল ৭০০, টেংরা ৫০০।

মাছ ব্যবসায়ি বাপ্পা বলেন, মাছে আমদানি ঠিক থাকাই মাছের দাম তো এখন গত সপ্তাহের চেয়ে অনেকটাই কমে গেছে চাহিদা মত মাছ আনা যাচ্ছে এবং আশানুরূপ বিক্রি হচ্ছে।

সবজি বিক্রেতারা বলেন, গত সপ্তাহেও যেমন দামে বিক্রি করেছি, এখনো তেমনই চলছে। কোন সবজির দাম বাড়েনি আগের মতোই স্বাভাবিক আছে। কাচা মরিচের দাম কমেছে সপ্তাহ খানে আগে ১৪০ টাকায় বিক্রি করা কাচা মরিচে এখন ১৩০ টাকা।

অন্যদিকে সবজি ক্রেতারা জানান, এই সপ্তাহে সবজির দাম বাড়েনি, এটা আমাদের জন্য ভালো। অন্তত সংসারের হিসাবটা ঠিক রাখা যাচ্ছে। সব কিছু দাম এখন হাতের নাগালে। আবার কাঁচা মরিচের দামও নিম্নমুখী। চাহিদা মতো বাজার করতে পারছি।

মেহেরপুর তহ বাজার সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, কাঁচা বাজার এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। শাক- সবজি সবকিছুর দাম স্বাভাবিক রয়েছে। আসলে কাঁচা মালের দাম তো সব সময় আবহাওয়া তারপর আমদানির ওপর নির্ভর করে। আমদানি ঠিক থাকায় কাচামালের দাম এখন অনেক কম এবং স্বাভাবিক।

তিনি আরও বলেন, শাক-সবজি সবকিছুর দাম স্বাভাবিক রয়েছে। শাক সবজির দামে কোন রকম বৃদ্ধি নেই বরং সকল সবজির দাম এখন নিম্নমুখী। বিশেষ করে কাঁচা মরিচ দাম তো আবার ও কমেছে গত সপ্তাহের ১৪০ টাকার কাঁচা মরিচ এখন ১৩০ টাকা।